তিমথির কাছে প্রথম পত্র

১ আমি পল, আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের ও আমাদের প্রত্যাশা সেই খ্রীষ্টযীশুর আদেশ অনুসারে
খ্রীষ্টযীশুর প্রেরিতদূত, ২ বিশ্বাসে আমার যথার্থ সন্তান তিমথির সমীপে: পিতা ঈশ্বর ও আমাদের
প্রভু খ্রীষ্টযীশু থেকে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি তোমার উপর বর্ষিত হোক।

নকল শিক্ষাগুরুদের উচ্ছেদ করা দরকার

৩ মাকিদনিয়ার দিকে রওনা হওয়ার সময়ে আমি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম, তুমি এফেসসে
থেকে সেখানকার কয়েকজন লোককে আদেশ দিয়ে বলবে, যেন তারা ভিন্ন ধর্মশিক্ষা ছড়িয়ে না
দেয়, ৪ এবং রূপকথা ও সীমাহীন বংশতালিকায় মন দেওয়ায় ব্যস্ত না থাকে; কেননা বিশ্বাসে
প্রকাশিত ঐশসঙ্কল্পের চেয়ে সেগুলো বরং অসার তর্কাতর্কিই পোষণ করে। ৫ তবু এই আদেশের
শেষ লক্ষ্য হল ভালবাসা, যে ভালবাসা শুদ্ধ হৃদয়, সদ্বিবেক ও অকপট বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন। ৬ ঠিক
এই পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েই কয়েকজন লোক ফাঁপা ধ্যানধারণার দিকে ফিরেছে। ৭ নিজেদের বিষয়ে
তাদের দাবি, তারা নাকি বিধানপণ্ডিত, অথচ যা বলে ও যা জোর দিয়ে সমর্থন করে, তা নিজেরাও
বোঝে না।

বিধানের প্রকৃত ভূমিকা

৮ আমরা তো ভালই জানি, বিধান উত্তম—অবশ্য কেউ যদি তা বিধিমতে ব্যবহার করে; ৯
এবিষয়ে নিশ্চিত আছি যে, বিধান ধার্মিকের জন্য স্থাপিত হয়নি, কিন্তু যারা জঘন্য কর্মের সাধক ও
বিদ্রোহী, ভক্তিহীন ও পাপী, অধার্মিক ও নাস্তিক, পিতৃঘাতক ও মাতৃঘাতক, খুনী, ১০ যৌন-ক্ষেত্রে
দুশ্চরিত্র, সমকামী, ছিনতাইকারী, মিথ্যাবাদী, মিথ্যাসাক্ষী, তাদেরই জন্য স্থাপিত হয়েছে; বিধান
সেসব কিছুর জন্যও স্থাপিত হয়েছে যা যথার্থ ধর্মশিক্ষা-বিরুদ্ধ, ১১ সেই যে ধর্মশিক্ষা ধন্য ঈশ্বরের
গৌরবের সেই সুসমাচার অনুযায়ী, যা আমার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

নিজের আহ্বান বিষয়ে পলের কথা

১২ আমাকে শক্তি দিয়েছেন যিনি, আমাদের প্রভু সেই খ্রীষ্টযীশুকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ
আমাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে তিনি তাঁর সেবাকর্মের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন। ১৩ অথচ
আগে আমি তাঁকে নিন্দা, নির্যাতন ও অপমান করতাম! আমি কিন্তু দয়া পেয়েছি, কেননা বিশ্বাসের
অভাবে অজ্ঞ হয়েই সেইসব করতাম। ১৪ কিন্তু খ্রীষ্টযীশুতে নিহিত বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে
আমাদের প্রভুর অনুগ্রহও অজস্রভাবে উপচে পড়েছে। ১৫ একথা বিশ্বাস্য ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য যে,
খ্রীষ্টযীশু এই জগতে এলেন পাপীদের পরিত্রাণ করতে; আর তাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বড়! ১৬
কিন্তু এজন্যই আমাকে দয়া করা হয়েছে, যেন খ্রীষ্টযীশু প্রথমে আমারই মধ্য দিয়ে তাঁর চরম
সহিষ্ণুতা দেখাতে পারেন, এবং এর ফলে আমি তাদের আদর্শ হতে পারি যারা অনন্ত জীবন পাবার
জন্য তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখবে। ১৭ যিনি সর্বযুগের রাজা, অক্ষয় অদৃশ্য অনন্য পরমেশ্বর, তাঁর
সম্মান ও গৌরব হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

তিমথির দায়িত্ব

১৮ সন্তান তিমথি, তোমার বিষয়ে আগেকার সকল নবীয় বাণী অনুসারে আমি তোমার কাছে এই নির্দেশ তুলে দিচ্ছি, যেন তুমি সেই সমস্ত নবীয় বাণী গুণে ১৯ বিশ্বাস ও সদ্বিবেক হাতিয়ার করে শুভ সংগ্রাম চালাতে পার; আসলে সদ্বিবেক বর্জন করার ফলে বিশ্বাস-ক্ষেত্রে কারও কারও নৌকাডুবি হয়েছে। ২০ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিমেনেওস ও আলেকজান্দার; তাদের আমি শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছি, যেন তারা শিখতে পারে যে, ধর্মনিন্দা করতে নেই।

উপাসনাকালে প্রার্থনা

২ ১-২ তাই আমার সর্বপ্রথম বাণী এই, যেন সকল মানুষের জন্য, রাজা ও কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় সকলের জন্য মিনতি, প্রার্থনা, আবেদন ও ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করা হয়, যেন আমরা সম্পূর্ণ ভক্তি ও ধর্মীয় মর্যাদায় শান্তশিষ্ট জীবন যাপন করতে পারি। ৩ আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তেমন কিছু উত্তম ও গ্রহণীয়; ৪ তিনি চান, সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ পায় ও সত্যের পূর্ণ জ্ঞানে পৌঁছতে পারে। ৫ কেননা ঈশ্বর এক, এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ এক—তিনি সেই মানুষ যীশুখ্রীষ্ট ৬ যিনি সকলের মুক্তিপণ হিসাবে নিজেকে দান করলেন। এই সাক্ষ্য তিনি নির্ধারিত সময়েই দান করলেন; ৭ আর এই উদ্দেশ্যেই আমি প্রচারক ও প্রেরিতদূত বলে নিযুক্ত হয়েছি—সত্য বলছি, মিথ্যা বলছি না—বিশ্বাসে ও সত্যে আমি বিজাতীয়দের শিক্ষাদাতা।

প্রার্থনা-সভায় পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের উচিত আচরণ

৮ তাই আমার ইচ্ছা, সব জায়গায় পুরুষমানুষেরা ক্রোধ ও বিবাদের চিন্তা বর্জন ক'রে শুচি হাত তুলে প্রার্থনা করুক। ৯ একই প্রকারে নারীরাও দৃষ্টি-শোভন পোশাক প'রে, শালীনতা ও সংযমে ভূষিতা হোক; চুল বাঁধার কায়দায় নয়, সোনা-মুক্তায় নয়, দামী কাপড়েও নয়, ১০ কিন্তু—ভক্তি-ব্রতিনী নারীদের যেমন শোভা পায়—শুভকর্মেই সজ্জিতা হোক।

১১ নারী সম্পূর্ণরূপে অনুগতা হয়ে নীরব থেকেই ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করুক। ১২ উপদেশ দেবার বা পুরুষের উপরে কর্তৃত্ব করার অনুমতি আমি কোন নারীকে দিই না; তার নীরব থাকা উচিত। ১৩ কেননা প্রথমে আদমকে, পরে হবাকে গড়া হয়েছিল। ১৪ আর আদম যে প্রবঞ্চিত হয়েছিল, তা নয়, নারীই প্রবঞ্চিতা হয়ে অপরাধে পতিতা হল। ১৫ তবু যদি আত্মসংযমী হয়ে বিশ্বাসে, ভালবাসায় ও পবিত্রতায় নিষ্ঠাবতী থাকে, তবে নারী সন্তান-প্রসবের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাবে।

ধর্মাধ্যক্ষদের কথা

৩ আমার একথা বিশ্বাস্য: যদি কেউ ধর্মাধ্যক্ষ হতে চায়, সে সত্যিই মহান একটা কর্মদায়িত্ব বাসনা করছে। ২ কিন্তু ধর্মাধ্যক্ষের পক্ষে এ আবশ্যক যে, তিনি হবেন অনিন্দনীয় ব্যক্তি, মাত্র এক বধূর স্বামী, মিতাচারী, আত্মসংযমী, ভদ্র, অতিথিপরায়ণ, উত্তম ধর্মশিক্ষাদাতা; ৩ তিনি পানাসক্ত হবেন না, উগ্রপ্রকৃতির মানুষ হবেন না, কিন্তু হবেন কোমলপ্রাণ, নির্বিরোধী ও অর্থলোভ-শূন্য। ৪ তিনি যেন নিজের ঘর উত্তমরূপে চালাতে পারেন, এবং সম্পূর্ণরূপে সশ্রদ্ধ ও বাধ্য সন্তানদের পালন করতে পারেন; ৫ কেননা কেউ যদি নিজের ঘর চালাতে না জানে, সে কেমন করে ঈশ্বরের মণ্ডলীকে প্রতিপালন করতে পারবে? ৬ তাছাড়া তিনি যেন নবদীক্ষিত কোন মানুষ না হন, পাছে

দৈবাৎ গর্বোদ্ধত হয়ে দিয়াবলের একই দণ্ডে পতিত হন। ৭ এও আবশ্যক যে, বাইরের লোকদের
কাছে তাঁর সুনাম থাকবে, পাছে নিন্দার পাত্র হন ও দিয়াবলের জালে পতিত হন।

পরিসেবকদের কথা

৮ একই প্রকারে, পরিসেবকদের পক্ষেও ভদ্র ও এক কথার মানুষ হওয়া আবশ্যক; তাঁরা যেন
অতিপান-প্রবণ বা অসৎ ধনের আকাঙ্ক্ষী না হন; ৯ তাঁরা যেন শুদ্ধ বিবেকে বিশ্বাসের রহস্য রক্ষা
করেন। ১০ এজন্য আগে তাঁদের পরীক্ষাধীন করা হোক: অনিন্দনীয় বলে প্রতিপন্ন হলে তবে তাঁদের
হাতে সেবাদায়িত্ব ন্যস্ত করা হোক। ১১ একই প্রকারে, নারীদেরও হতে হবে ভদ্র, পরচর্চায় প্রবণ নয়,
মিতাচারিণী, ও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্তা। ১২ পরিসেবকদের পক্ষে এ প্রয়োজন যে, তাঁরা হবেন মাত্র এক
বধূর স্বামী; উপরন্তু তাঁরা যেন নিজেদের সন্তানদের ও ঘরের সকলকে উত্তমরূপে চালনা করতে
পারেন। ১৩ যাঁরা ধর্মসেবার দায়িত্ব ভালভাবে পালন করবেন, তাঁরা নিজেদের জন্য সম্মানের উচ্চ
আসন লাভ করবেন ও খ্রীষ্টযীশুর বিশ্বাস-ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সৎসাহস লাভ করবেন।

ধর্মভক্তির রহস্য

১৪ আমি তোমার কাছে এইসব কিছু লিখছি, এই আশা রেখে যে, শীঘ্রই তোমার ওখানে যাব। ১৫
তবু আমি দেরি করলে, তুমি যেন জানতে পার ঈশ্বরের গৃহের মধ্যে তোমার কেমন আচার-আচরণ
করতে হয়, কেননা সেই গৃহ হল জীবনময় ঈশ্বরের মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি। ১৬ আমাদের
স্বীকার করতে হয় যে, ধর্মভক্তির রহস্য সত্যিই মহান:

তিনি মাংসে হলেন আবির্ভূত,
আত্মায় ধর্মময় বলে হলেন প্রতিপন্ন,
স্বর্গদূতদের দ্বারা হলেন দৃষ্ট,
বিজাতীয়দের মধ্যে হলেন ঘোষিত,
জগতে বিশ্বাস দ্বারা হলেন গৃহীত,
সগৌরবে হলেন ঊর্ধ্বে উপনীত।

নকল শিক্ষাগুরুদের কথা

৪ আত্মা স্পষ্টই বলছেন, চরমকালে কেউ কেউ বিশ্বাস থেকে সরে পড়বে: তারা ভ্রান্তিজনক
আত্মাগুলিতে ও শয়তানীয় নানা মতবাদে সায় দেবে, ২ এমন মিথ্যাবাদীদের কপটতায় প্রবঞ্চিত হবে
যাদের বিবেক এর মধ্যে জ্বলন্ত লোহার শিক দিয়ে চিহ্নিত। ৩ এরা বিবাহ নিষেধ করবে, কোন না
কোন খাদ্য না খেতে আদেশ করবে—অথচ সেই খাদ্য ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন, যেন যারা বিশ্বাসী ও
সত্যকে জানে, তারা ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা গ্রহণ করে। ৪ বাস্তবিক ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি
করেছেন, তা মঙ্গলময়; তাই ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে গ্রহণ করলে কিছুই বর্জনীয় নয়, ৫ কারণ
ঈশ্বরের বাণী ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তা পবিত্র হয়ে ওঠে।

৬ ভাইদের কাছে এই সমস্ত কথা উপস্থাপন করলে তুমি খ্রীষ্টযীশুর উত্তম সেবক হবে, এমন এক
সেবকেরই পরিচয় দেবে, যে বিশ্বাসের বাণী ও উত্তম ধর্মশিক্ষার অনুসরণ করে তাতে পরিপুষ্ট হয়ে
উঠেছে। ৭ কিন্তু পৌরাণিক যত রূপকথা অগ্রাহ্য কর—তা বুড়ীদের গল্পমাত্র; তুমি বরং ভক্তিতেই
দক্ষ হবার জন্য চর্চা কর; ৮ কেননা শরীর-চর্চা কিছুটার জন্যই মাত্র উপকারী, কিন্তু ভক্তি

সবকিছুতেই উপকারী, কারণ তা সঙ্গে করে বহন করে বর্তমান ও ভাবী জীবনের প্রতিশ্রুতি। [৯]
একথা বিশ্বাস্য ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য; [১০] আসলে আমরা পরিশ্রম ও সংগ্রাম করছি এই কারণে যে,
সেই জীবনময় ঈশ্বরেই প্রত্যাশা রেখেছি, যিনি সকল মানুষের, বিশেষভাবে বিশ্বাসীদেরই ত্রাণকর্তা।
[১১] তেমন কথাই তোমার প্রচারের ও শিক্ষার বিষয়বস্তু হওয়া চাই।

[১২] তুমি যুবক মানুষ বলে কেউ যেন তোমাকে উপেক্ষা না করে; তুমিও কিন্তু কথাবার্তা ও
আচার-ব্যবহারে, এবং ভালবাসা, বিশ্বাস ও শুচিতায় সকল বিশ্বাসীর সামনে আদর্শবান হও। [১৩]
আমি যতদিন না আসি, তুমি শাস্ত্রপাঠে, উপদেশ দানে ও ধর্মশিক্ষা সম্পাদনে নিবিষ্ট থাক। [১৪]
তোমার অন্তরে যে অনুগ্রহদান রয়েছে, তা অবহেলা করো না, কেননা তা নবীদের বাণী অনুসারে
প্রবীণবর্গের হস্তার্পণে তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। [১৫] এই সমস্ত বিষয়ে যত্নবান হও, তাতে নিষ্ঠাবান
হও, যেন তোমার অগ্রগতি সকলের কাছে প্রকাশ্য হয়। [১৬] নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক, তোমার
ধর্মশিক্ষার বিষয়েও সতর্ক থাক। এসব কিছু তুমি পালন করে চল, কেননা তা করলে তুমি নিজেকে
ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

ভক্তদের নানা শ্রেণি

৫ তোমার চেয়ে বৃদ্ধ কোন মানুষকে কখনও কঠোরভাবে তিরস্কার করো না, কিন্তু তাঁকে
চেতনা-বাণী দান কর তিনি ঠিক যেন তোমার নিজের পিতা; তোমার চেয়ে যুবক যারা, তাদের
সঙ্গে ব্যবহার কর তারা যেন তোমার নিজের ভাই, [২] বৃদ্ধাদের সঙ্গে, তাঁরা যেন তোমার নিজের
মাতা, যুবতীদের সঙ্গে, তারা যেন তোমার নিজের বোন—সম্পূর্ণ পবিত্রতার সঙ্গে।

বিধবারা

[৩] যারা প্রকৃতভাবেই বিধবা, তাদের প্রতি চিন্তাশীল হও; [৪] কিন্তু কোন বিধবার যদি সন্তান বা
নাতিনাতনি থাকে, তবে এরা প্রথমে নিজ ঘরের লোকদের প্রতি দেয় ভক্তি দেখাতে ও পিতামাতার
প্রতি স্নেহের প্রতিদান দিতে শিখুক, কেননা ঈশ্বরের তা-ই গ্রহণীয়। [৫] যে স্ত্রীলোক প্রকৃতভাবেই
বিধবা ও নিঃসঙ্গা, সে ঈশ্বরের উপরে ভরসা রাখে, ও দিনরাত মিনতি ও প্রার্থনায় রতা থাকে। [৬]
কিন্তু যে বিধবা ভোগ-বিলাসিতায় দিন কাটায়, সে জীবিত হয়েও আসলে মৃত। [৭] একথাই তুমি মনে
করিয়ে দাও, যেন তারা নিন্দার পাত্র না হয়। [৮] আর যদি কেউ আত্মীয়স্বজন ও বিশেষভাবে তার
নিজের ঘরের লোকদের প্রতি উপযুক্ত সেবাযত্ন না দেখায়, তাহলে সে বিশ্বাস অস্বীকার করেছে,
এবং অবিশ্বাসীর চেয়েও অধম।

[৯] বিধবাদের তালিকায় কেবল তেমন বিধবাকেই তালিকাভুক্ত করা হবে, যার বয়স ষাট বছরের
নিচে নয়, যার একটামাত্র বিবাহ হয়েছে, [১০] যার পক্ষে নানা সৎকর্মের প্রমাণ আছে, যেমন: সে নিজ
সন্তানদের মানুষ করেছে, অতিথিসেবা করেছে, পবিত্রজনদের পা ধুয়েছে, দুঃখার্তদের সহায়তা
করেছে, সমস্ত সৎকর্মের অনুশীলন করেছে। [১১] কোন যুবতী বিধবাকে তুমি কিন্তু তালিকাভুক্ত করবে
না, কারণ খ্রীষ্টের অযোগ্য বাসনায় আকর্ষিতা হওয়ামাত্র তারা আবার বিবাহ করতে চায়, [১২] আর
এমনটি ক'রে তারা প্রথম বিশ্বাস অবহেলা করেছে বলে নিজেদের উপর বিচার ডেকে আনে। [১৩]
তাছাড়া, তাদের আর কোন কাজ না থাকায় তারা এঘর ওঘর করতে শেখে; আর তারা অলস শুধু
নয়, গল্পগুজব ও পরচর্চায় প্রবণ হয়ে অনুচিত কথাও বলে বেড়ায়। [১৪] সুতরাং আমি চাই, যারা

যুবতী, তারা আবার বিবাহ করুক, সন্তানোৎপাদন করুক, গৃহকর্ম পালন করুক, এবং সেই
বিরোধীকে তাদের নিন্দা করার কোন সূত্র না দিক; ১৫ আসলে কেউ কেউ ইতিমধ্যে শয়তানের
পিছনে চলে গেছে। ১৬ বিশ্বাসী কোন নারীর ঘরে যদি কয়েকজন আত্মীয়-বিধবা থাকে, সে নিজেই
তাদের দেখাশোনা করুক, সেই ভার যেন মণ্ডলীর উপরে চাপিয়ে দেওয়া না হয়, যেন মণ্ডলী প্রকৃত
বিধবাদেরই সাহায্য করতে পারে।

প্রবীণবর্গ

১৭ যে প্রবীণেরা নিজেদের কর্মদায়িত্ব উত্তমরূপে অনুশীলন করেন, বিশেষভাবে যাঁরা বাণীপ্রচারে
ও ধর্মশিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন, তাঁদের প্রতি দ্বিগুণ সম্মান দেখানো উচিত; ১৮ কারণ শাস্ত্র বলে,
যে বলদ শস্য মাড়াই করছে, তার মুখে জালতি বাঁধবে না, আরও, *যে কর্মী, সে নিজের মজুরির
যোগ্য।* ১৯ *দু'জন বা তিনজন সাক্ষী* না থাকলে তুমি কোন প্রবীণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রাহ্য করো
না। ২০ যাঁরা অপরাধী বলে প্রমাণিত, সকলের সামনে তাঁদের ভর্ৎসনা কর, যেন অন্য সকলেও ভয়
পান। ২১ ঈশ্বরের, খ্রীষ্টযীশুর ও তাঁর মনোনীত দূতদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি তোমাকে আদেশ
দিচ্ছি, তুমি এই সকল নিয়ম-বিধি নিরপেক্ষ ভাবেই পালন কর, পক্ষপাতের বশে কিছুই করো না।
২২ কারও উপরে হাত রাখতে বেশি ব্যস্ত হয়ো না, যেন পরের পাপের অংশী না হও। নিজের
পুণ্যময়তা রক্ষা কর।
২৩ তোমার যে বারবার অসুখ হয়, এবং হজমের দিক দিয়ে যে তোমার অসুবিধা আছে, এজন্য
এখন থেকে শুধু জল আর না খেয়ে একটু আঙুররসও খাও।
২৪ কারও কারও পাপ বিচারের আগেও সুস্পষ্ট, আবার কারও কারও পাপ কেবল বিচারের পরেই
প্রকাশ পায়; ২৫ তেমনি সৎকর্মও সুস্পষ্ট, এবং যা কিছু অন্য প্রকার, তা গুপ্ত থাকতে পারে না।

ক্রীতদাসেরা

৬ যারা ক্রীতদাসত্বের জোয়ালের অধীন, তারা তাদের মনিবদের প্রতি গভীর সম্মান দেখাবে, যেন
ঈশ্বরের নাম ও আমাদের ধর্মশিক্ষা নিন্দার বস্তু না হয়। ২ আর যাদের মনিব বিশ্বাসী, ধর্মভাই বলে
সেই সকল মনিবের প্রতি তারা যেন কম সম্মান না দেখায়; বরং আরও অধিক যত্নের সঙ্গে তাদের
সেবা করুক, যেহেতু যারা তাদের সেবার ফলে উপকৃত হয়, তারাও বিশ্বাসী ও প্রিয় ধর্মভাই।

সত্যকার ও মিথ্যা শিক্ষাগুরুদের কথা

এই সব কিছু প্রসঙ্গেই তুমি শিক্ষা ও চেতনা দান কর। ৩ যদি কেউ ভিন্ন শিক্ষা দেয়, এবং
আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের যথার্থ বাণী ও আমাদের ধর্মসম্মত শিক্ষা মেনে না নেয়, ৪ তবে সে
আত্মগর্বে অন্ধ হয়েছে, কিছুই জানে না, এবং কেমন যেন তর্কবিতর্ক ও অসার প্রশ্নের রোগে আক্রান্ত
হয়েছে; এসব কিছুর ফলে শুরু হয় ঈর্ষা, রেষারেষি, অপবাদ, হীন সন্দেহ, ৫ এবং সেই লোকদের
মনকষাকষি, যাদের বিবেক বিকৃত, যারা সত্যবিহীন: এদের বিবেচনায় ধর্ম একটা লাভের উপায়।
৬ ধর্ম নিশ্চয়ই মহালাভের উপায়, কিন্তু একটা মাত্রা থাকা চাই! ৭ আসলে আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে
করে আনিনি, তা থেকে কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারি না; ৮ তাই অন্নবস্ত্র যখন থাকে, এসো,
তাতেই তুষ্ট হই। ৯ কিন্তু যারা ধনী হতে আকাঙ্ক্ষা করে, তারা প্রলোভনের হাতে পড়ে, তারা ফাঁদে
ও নানা ধরনের বোধশূন্য ও ক্ষতিকর কামনার হাতে পড়ে, যা মানুষকে ধ্বংস ও বিনাশের গভীরে

নিমজ্জিত করে। ১০ কেননা অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল; তাতে আসক্ত হওয়ায় কেউ কেউ
বিশ্বাস ছেড়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, এবং নিজেরাই বহু যন্ত্রণায় নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করেছে।

তিমথির আহ্বানের কথা

১১ কিন্তু তুমি ঈশ্বরের মানুষ বলে এই সবকিছু থেকে দূরে পালাও। ধর্মময়তা, ভক্তি, বিশ্বাস,
ভালবাসা, নিষ্ঠা, কোমলতা, এই সমস্তই হোক তোমার লক্ষ্য। ১২ বিশ্বাসের শুভ সংগ্রাম বহন কর;
সেই অনন্ত জীবন জয় করতে সচেষ্ট থাক, যা পেতে তুমি আহূত হয়েছ ও যার খাতিরে অনেক
সাক্ষীর সামনে সেই উত্তম স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করেছিলে। ১৩ সবকিছুর জীবনদাতা সেই ঈশ্বরের
সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে, এবং যিনি পোন্তিয় পিলাতের সাক্ষাতে সেই উত্তম স্বীকারোক্তির বিষয়ে সাক্ষ্য
দিয়েছিলেন, সেই খ্রীষ্টযীশুর সাক্ষাতে আমি তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি: ১৪ প্রভু যীশুখ্রীষ্টের
আবির্ভাবের দিন পর্যন্ত তুমি আজ্ঞাটি কলঙ্কহীন ও অনিন্দনীয় রক্ষা কর; ১৫ নির্ধারিত সময়ে তিনি
নিজেই সেই আবির্ভাব ঘটাবেন, যিনি স্বয়ং ধন্য ও অনন্য ভগবান, রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু, ১৬
যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, যিনি অগম্য আলো-নিবাসী, মানুষদের মধ্যে যাঁকে কেউ কখনও
দেখতে পায়নি, দেখতেও সক্ষম নয়—তাঁর সম্মান ও চিরকালীন প্রতাপ হোক। আমেন!

ধনবানদের কাছে নানা পরামর্শ

১৭ যারা এই যুগে ধনবান, তাদের এই চেতনা দাও, যেন অহঙ্কারী না হয়, এবং ধনের
অনিশ্চয়তার উপরে নয়, বরং যিনি বদান্যতার সঙ্গে আমাদের উপভোগের উদ্দেশ্যে সবই যুগিয়ে
দেন, সেই ঈশ্বরের উপরেই ভরসা রাখে; ১৮ অতএব তাদের বল, যেন তারা হয়ে ওঠে পরোপকারী,
শুভকর্ম-ধনে ধনবান, দানশীলতায় উৎসুক ও সহভাগিতায় তৎপর; ১৯ এভাবে তারা নিজ
ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ট পুঁজি সঞ্চয় করতে পারবে, যেন প্রকৃত জীবন লাভ করতে পারে।

শেষ বাণী ও আশীর্বাদ

২০ হে তিমথি, তোমার কাছে যা গচ্ছিত রাখা হয়েছে, তা সযত্নে রক্ষা কর; লৌকিক সমস্ত প্রলাপ
এড়াও; তথাকথিত জ্ঞানের স্ববিরোধী যত যুক্তিও এড়াও; ২১ তার পন্থী হয়ে কেউ কেউ বিশ্বাস
ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

২২ অনুগ্রহ তোমার সঙ্গে থাকুক।